ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯

সুচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। আইনের প্রাধান্য

৪। লাইসেন্স

৫। জ্বালানী কাঠ দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ

৬। পরিদর্শন

৭। দণ্ড

৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯
১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন

[আইনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১২-২-১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত এবং আইন নং ২২/১৯৯২ ও আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সংশোধিত]

ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৬ মোতাবেক ১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

[১] (ক) "ইটের ভাঁটা" অর্থ এমন স্থান যেখানে ইট প্রস্তুত বা পোড়ানো হয়;

[১](কক) "জ্বালানী কাঠ" অর্থ বাঁশের মোথা ও খেজুর গাছসহ জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কাঠ;

(খ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(গ) "ব্যক্তি" বলিতে কোন কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কেও বুঝাইবে;

(ঘ) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**- আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। [২] **লাইসেন্স।**- [৩] (১) লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইটের ভাঁটা স্থাপন করিতে পারিবেন না বা ইট প্রস্তুত বা ইট পোড়াইতে পারিবেন না।

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং ফিস প্রদান করিয়া উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত লাইসেন্সের জন্য [৪] সংশ্লিষ্ট [৫] জেলা প্রশাসকের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

---

[১] বর্তমান দফা (ক) এবং (কক) আইন নং- ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ৪ এর উপান্তটীকা হইতে আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা "ইট পোড়ানো" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

[৩] উপ-ধারা (১) উক্ত আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট" শব্দটি আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসকের" শব্দগুলি অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১] (৩) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, যিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিম্নে হইবেন না, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বা যেখানে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নাই সেখানে বন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমন্বয়ে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি তদন্ত কমিটি থাকিবে।

[২] (৩ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট দরখাস্তে উল্লিখিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রেরিত হইবে।

[২] (৩খ) উপ-ধারা (৩ক) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমত দরখাস্ত -কারীকে বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(৪) ইট পোড়ানোর জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স, উহা প্রদানের তারিখ হইতে, [৩] তিন বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে, তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সে উল্লিখিত কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে [৪] জেলা প্রশাসক উক্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান না করিয়া লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

[৫] (৫) এই ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, উপজেলা সদরের সীমানা হইতে তিন কিলোমিটার, সংরক্ষিত, রক্ষিত, হুকুম দখল বা অধিগ্রহণকৃত বা সরকারের নিকট ন্যস্ত বনাঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, আবাসিক এলাকা ও ফলের বাগান হইতে তিন কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপন করার লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না এবং এই ধারা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত সীমানার মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপিত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স গ্রহীতা, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, এই উপ-ধারার বিধান মোতাবেক, উহা যথাযথ স্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায় "আবাসিক এলাকা" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি পরিবার বসবাস করে এমন এলাকা এবং "ফলের বাগান" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি ফলজ বা বনজ গাছ আছে এমন বাগানকে বুঝাইবে।

৫। **জ্বালানী কাঠ দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ।**- কোন ব্যক্তি ইট পোড়ানোর জন্য [৬] জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করিবেন না।

---

[১] উপ-ধারা (৩) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপ-ধারা (৩ক) ও (৩খ) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] উপ-ধারা (৪) -এ "পাঁচ" শব্দের পরিবর্তে "তিন" শব্দটি আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] উপ-ধারা (৪) -এ উল্লিখিত "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসক" শব্দগুলি অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] উপ-ধারা (৫) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা "জ্বালানী কাঠ" শব্দের পরিবর্তে "জ্বালানী" শব্দ এবং আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা "জ্বালানী" শব্দের পরিবর্তে "জ্বালানী কাঠ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১] ৬। **পরিদর্শন।**– (১) এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপণ করার জন্য জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, কোন প্রকার নোটিশ ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাঁটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে,-

(ক) ইটের ভাঁটায় মওজুদ ইটগুলো পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট এবং জ্বালানী কাঠ আটক করিতে পারিবেন ;

(খ) লাইসেন্স ব্যতীত ইটের ভাঁটা স্থাপন করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট, সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য মালামাল আটক করিতে পারিবেন।

[২] ৭। **দণ্ড।**– কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ বিচারকালে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধারা ৬ এর অধীন আটককৃত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে আদালত উক্ত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিবেন।

[৩] ৮। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**– (১) জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডণীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (cognizable) হইবে।

৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

---

[১] ধারা ৬ প্রথমে অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল এবং এই প্রতিস্থাপিত ধারাটি বর্তমান আকারে পুনরায় আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ৭ আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত। উল্লেখ্য, মূল ৭ ধারায় দণ্ডের পরিমান ছিল অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। উক্ত অর্থদণ্ডের পরিমান অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা পঞ্চাশ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয় এবং আটককৃত ইট ও জ্বালানী বাজেয়াপ্তির বিধান করা হয়।

[৩] ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) ও (২) অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল এবং পরে শুধু উপ-ধারা (১) বর্তমান আকারে আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।